"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো এক আশ্চর্যজনক সৎসঙ্গ, যেখানে তোমাদের জীবন্মৃত হতে শেখানো হয়, যারা জীবন্মৃত হতে পারে, তারাই হংস হতে পারে ।

***প্রশ্নঃ -** বাচ্চারা, তোমাদের এখন এক কোন্ চিন্তা আছে ?*

***উত্তরঃ -** আমাদের বিনাশের পূর্বে সম্পন্ন হতে হবে । যে বাচ্চারা জ্ঞান আর যোগে দৃঢ় হতে থাকে, তাদের মানুষকে দেবতা বানানোর অভ্যাস হতে থাকে । তারা সেবা বিনা থাকতেই পারে না । তারা জিনের মতো দৌড়াতে থাকবে । তাদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সম্পন্ন করার চিন্তা থাকবে ।*

ওম শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মিক সন্তানদের বোঝান -- আত্মা এখন সকারে আছে এবং তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, কেননা তাদের অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে । সকলেই তোমাদের বলে যে, এরা ভাই - বোন হয়ে যায় । বাবা তাঁর বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা আত্মারা হলে ভাই - ভাই । সৃষ্টি এখন নতুন হবে, তাই সর্বপ্রথম শিখায় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । তোমরা শূদ্র ছিলে, এখন তোমাদের পরিবর্তন হয়েছে । ব্রাহ্মণও তো অবশ্যই চাই । প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো বিখ্যাত। এই হিসাবে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সমস্ত বাচ্চারা ভাই - বোন হলাম । যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে পরিচয় দেবে, তারা অবশ্যই ভাই - বোন অনুভব হবে । সবাই যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তখন অবশ্যই ভাই - বোন হওয়া উচিত । অবুঝদের এই কথা বুঝিয়ে বলা উচিত । অবুঝরাও যেমন আছে, তেমনই অন্ধ বিশ্বাসীরাও আছে । তারা যার পূজা করে, যার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, এ অমুক, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না । তারা লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজা করে, কিন্তু তাঁরা কবে এসেছিলেন, কিভাবে এমন হয়েছিলেন, এরপর কোথায় গেলেন, এসব কেউই জানে না । কোনো মানুষ যদি নেহেরু ইত্যাদিকে জানে, তাহলে তাঁর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকেও অবশ্যই জানে । যদি তাঁর জীবনী না জানে তাহলে কোন কাজের ? ওরা পূজা করে কিন্তু জীবন কাহিনীই জানে না । মানুষের জীবন কাহিনী তো জানে কিন্তু বড়রা, যারা অতীত হয়ে গেছেন তাদের একজনেরও জীবন কাহিনী জানে না । শিবের কতো পূজারী, তারা পূজা করে, তবুও মুখে বলে দেয়, ঈশ্বর নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছেন, কণায় - কণায় আছেন । একি কোনো জীবন - কাহিনী হলো ? এ তো কোনো বুদ্ধির কথাই নয় । মানুষ নিজেদেরও পতিত বলে দেয় । পতিত শব্দ কতটা সঠিক ? পতিত কথার অর্থ বিকারী । তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো, আমাদের কেন ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলা হয় ? কেননা আমরা ব্রহ্মার গৃহীত সন্তান । আমরা কুলজাত নয়, আমরা মুখ বংশাবলী । ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মাণীরা তো ভাই - বোন হলো । তাই তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কুদৃষ্টি থাকতে পারে না । মুখ্য খারাপ চিন্তা হলো কাম বিকারের । তোমরা বলো যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই ভাই - বোন হয়ে যাই । তোমরা মনে করো, আমরা সবাই শিববাবার সন্তান, ভাই - ভাই । এও পাকা কথা । এই দুনিয়া এসবের কিছুই জানে না । তারা যেমন খুশী বলে দেয় । তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে পারো, সমস্ত আত্মাদের বাবা ওই একজনই । তাঁকেই সবাই ডাকতে থাকে । তোমরা তাঁর ছবিও দেখিয়েছো । বড় - বড় ধর্মের মানুষরাও এই নিরাকার বাবাকে মানেন । তিনি হলেন সমস্ত নিরাকার আত্মাদের বাবা, আর সাকারে সকলের বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যার থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে এবং বৃক্ষের ঝাড় বাড়তে থাকে । আত্মা ক্রমাগত ভিন্ন - ভিন্ন ধর্মে আসতে থাকে । আত্মা তো এই শরীর থেকে পৃথক । শরীর দেখে মানুষ বলে -- এ আমেরিকান, এ অমুক । আত্মাকে তো সে কথা বলে না । আত্মারা সকলেই শান্তিধামে থাকে । সেখান থেকে অভিনয় করার জন্য আসে । তোমরা যে কোনো ধর্মের মানুষদের এ কথা শোনাও, পুনর্জন্ম তো সবাই নেয় আর উপর থেকেও নতুন আত্মা আসতে থাকে । তাই বাবা বলেন - তোমরাও মানুষ আর মানুষেরই তো সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা উচিত যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরছে, এর রচয়িতা কে, এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতে কতটা সময় লাগে ? এ কথা তোমরাই জানো, দেবতারা তো জানেই না । মানুষই সব জেনে দেবতা হয় । আর এই মানুষকে দেবতা বানান বাবা । বাবা নিজের এবং রচনার পরিচয় দেন । তোমরা জানো যে, আমরা বীজরূপ বাবার বীজরূপ সন্তান । বাবা যেমন এই উল্টো বৃক্ষকে জানেন, তেমনই আমরাও জেনে গেছি । মানুষ, মানুষকে এ কথা কখনোই বোঝাতে পারবে না । বাবা কিন্তু তোমাদের তা বুঝিয়েছেন ।

যতক্ষণ না তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হচ্ছো ততক্ষণ তোমরা এখানে আসতে পারবে না । যতক্ষণ না তোমরা কোর্স সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারছো ততক্ষণ এই ব্রাহ্মণদের সভায় কিভাবে বসতে পারবে ? একে ইন্দ্র সভাও বলা হয় । ইন্দ্র কখনো জলের বর্ষণ করেন না । 'ইন্দ্র সভা' বলা হয আর পরীও তোমাদেরই হতে হবে । অনেক প্রকার পরীর মহিমা আছে ।

কোনো কোনো বাচ্চা খুব সুন্দর হলে যেমন বলা হয়, এ তো যেন পরীর মতো । পাউডার লাগিয়ে সুন্দর হয়ে যায় । সত্যযুগে তোমরা পরী হও, পরীজাদা হও । এখন তোমরা জ্ঞানের সাগরে জ্ঞান স্নান করাতে পরী (দেবী - দেবতা) হয়ে যাও । তোমরা জানো যে, আমরা কি থেকে কি হচ্ছি । সেই পরিব্রাজক বাবা, যিনি সদা পবিত্র, চির সুন্দর, তিনি তোমাদেরও তাঁর তুল্য বানানোর জন্য অপবিত্র শরীরে প্রবেশ করেন । এখন গোরা অর্থাৎ নির্বিকারী, সুন্দর কে বানাবেন ? বাবাকেই তো বানাতে হবে, তাই না । এই সৃষ্টিচক্রকে তো ঘুরতেই হবে । তোমাদের এখন গোরা অর্থাৎ সুন্দর হতে হবে । একমাত্র জ্ঞানের সাগর বাবাই তোমাদের পড়ান । তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর । সেই বাবার মহিমার গায়ন যেমন হয়, লৌকিক বাবার তেমন হয়ই না । এ হলো অসীম জগতের পিতার মহিমা । তাঁকেই সবাই ডাকতে থাকে যে, তুমি এসে আমাদেরও এমন মহিমা সম্পন্ন করো । এখন তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তেমন তৈরী হচ্ছো । এই পড়াতে সবাই একরস হয় না । এতে রাতদিনের তফাৎ থাকে । এরপর তোমাদের কাছেও অনেকেই আসবে । তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে । এরপর কেউ ভালোভাবে পড়ে, কেউ আবার কম । এই আধ্যাত্মিক পঠনে যে ভালো হবে, সে আবার অন্যদেরও পড়াতে পারবে । তোমরা এখন বুঝতে পারো, কতো আধ্যাত্মিক মহাবিদ্যালয় তৈরী হচ্ছে । বাবাও বলেন, এমন মহাবিদ্যালয় তোমরা বানাও যাতে যে কেউ এসে যেন বুঝতে পারে যে, এই মহাবিদ্যালয়ে রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান মেলে । বাবা এই ভারতেই আসেন তাই ভারতেই আধ্যাত্মিক মহাবিদ্যালয় খোলা হয় । এর পরে বিদেশেও খুলতে থাকবে । অনেক কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় তো চাই যেখানে অনেকে এসেই পড়বে আর যখন এই পাঠ সম্পূর্ণ হবে তখন দেবী - দেবতা ধর্মে সবাই ট্রান্সফার হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে । তোমরা তো মনুষ্য থেকে দেবতা হও, তাই না । এমন মহিমাও আছে - মানুষ থেকে দেবতা করা হলো -----। এখানে এটা হলো মনুষ্যের দুনিয়া আর ওটা হলো দেবতাদের দুনিয়া । দেবতা আর মানুষে রাতদিনের তফাৎ । দিনে হলো দেবতা আর রাতে মানুষ । সমস্ত ভক্তই হলো ভক্ত এবং পূজারী । তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্যে পরিণত হচ্ছো । সত্যযুগে শাস্ত্র - ভক্তি ইত্যাদির কোনো নাম থাকে না । সেখানে সকলেই হলো দেবতা । মানুষ হলো ভক্ত । মানুষই আবার পরে দেবতা হয় । সে হলো দৈবী দুনিয়া আর একে বলা হয় আসুরী দুনিয়া । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য । পূর্বে তোমাদের বুদ্ধিতে ছিলোই না যে, রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় ? রাবণ কবে এসেছিলো ? তোমরা কিছুই জানতে না । মানুষ বলে যে, লঙ্কা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলো । দ্বারকার জন্যও এমনই বলা হয় । এখন তোমরা জানো যে, এই সম্পূর্ণ লঙ্কা ডুবে যাবে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো অসীম জগতের লঙ্কা । এ সবই ডুবে যাবে, অনেক জল এসে যাবে । বাকি স্বর্গ কখনোই ডুবে যায় না । সেখানে অগাধ ধন - সম্পদ ছিলো । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এক সোমনাথ মন্দিরকে মুসলিমরা কতটা লুট করেছিলো । এখন দেখো, কিছুই নেই । ভারতে কতো অগাধ ধন ছিলো । ভারতকেই স্বর্গ বলা হয় । এখন কি একে স্বর্গ বলা হবে ? এখন তো নরক, আবার স্বর্গ তৈরী হবে । কে স্বর্গ আর কে নরক বানায় ? এ কথা এখন তোমরা জেনে গেছো । রাবণ রাজ্য কতো সময় ধরে চলে, এও তোমাদের বলা হয়েছে । রাবণ রাজ্যে কতো অজস্র ধর্ম হয়ে যায় । রামরাজ্যে তো কেবল সুর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীরা থাকে । এখন তোমরা এই আধ্যাত্মিক পাঠ গ্রহণ করছো । এই পাঠ আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই । তারা তো রাবণ রাজ্যেই আছে । রামরাজ্য হয় সত্যযুগে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের যোগ্য বানাই । তারপর তোমরা অযোগ্য হয়ে যাও । অযোগ্য কেন বলা হয় তোমাদের ? কেননা তোমরা পতিত হয়ে যাও । তোমরা দেবতাদের যোগ্যতার মহিমা করো আর নিজেদের অযোগ্যতার গান করো ।

বাবা বোঝান যে - তোমরা যখন পূজ্য ছিলে তখন দুনিয়া নতুন ছিলো । সেখানে খুবই অল্প মানুষ ছিলো । তোমরাই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । তোমরা তো ভাই - বোন হয়ে যাও, তাই না । ওরা বলে দেয়, তোমরা ঘর ভেঙ্গে দাও । আবার ওরাই যখন এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে তখন বুঝতে পারে, এই জ্ঞান তো খুবই ভালো । তখন অর্থ বুঝতে পারে, তাই না । ভাই - বোন সম্পর্ক ছাড়া পবিত্রতা কোথা থেকে আসবে ? সমস্ত কিছুই পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । বাবা আসেনই মগধ দেশে, যা কিনা অনেক পড়ে যাওয়া দেশ, সেখানে অনেক পতিত, খাওয়া - দাওয়াও সেখানে অশুদ্ধ । বাবা বলেন - আমি অনেক জন্মের অন্ত জন্মের শরীরে প্রবেশ করি । ইনি ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । অন্তিম থেকে প্রথম আর প্রথম থেকে অন্তিমে যান । একজনকে তো উদাহরণ বানাবেন, তাই না । তোমাদের সাম্রাজ্য এখন তৈরী হচ্ছে । তোমরা যতো ভালোভাবে বুঝতে পারবে, ততই তোমাদের কাছে অনেকে আসবে । এখন এই বৃক্ষের ঝাড় খুবই ছোটো । ঝড়ও অনেক আসে । সত্যযুগে ঝড়ের কোনো কথাই নেই । উপর থেকে নতুন নতুন আত্মা আসতে থাকে । এখানে মায়ার ঝড় এলেই মানুষ পড়ে যায় । ওখানে মায়ার তুফান থাকেই না । এখানে তো বসে বসেই মানুষ প্রাণত্যাগ করে, আর তোমাদের তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ, তাই মায়াও তোমাদের হয়রান করে । সত্যযুগে এসব হয় না । দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্মে এমন বিষয় নেই । রাবণ রাজ্য আর রাম রাজ্যকে আর কেউই বুঝতে পারে না । সত্যযুগে যদিও বা যায়, সেখানে মরা - বাঁচার কোনো কথাই নেই । এখানে তো বাচ্চাদের দত্তক নেওয়া হয় । তোমরা

বলো, আমরা শিববাবার সন্তান, আমরা তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । এই উত্তরাধিকার নিতে নিতে আমরা নামতে থাকি তখন এই উত্তরাধিকারও শেষ হয়ে যায় । হংস থেকে পরিবর্তন হয়ে বক হয়ে যায় । বাবা তো দয়ালু, তাই তিনি আবারও বোঝাতে থাকেন । কেউ আবার নতুন করে উঠতে থাকে । যে স্থির, অচল থাকে, তাকে বলা হয় মহাবীর, হনুমান । তোমরাই হলে সেই মহাবীর । তোমাদের নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই । সবথেকে শক্তিশালীকে মহাবীর বলা হয় । আদিদেবকেও মহাবীর বলা হয়, যার থেকে এই মহাবীরের জন্ম হয়, তিনিই এই বিশ্বের রাজত্ব করেন । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো । রাবণ হলো পাঁচ বিকার । এ তো বোঝার মতো কথা । বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলছেন । এরপর তালা একদম বন্ধ হয়ে যায় ।এখানেও এমন আছে, যার তালা খুলে গেলে গিয়ে সার্ভিস করে । বাবা বলেন, তোমরা গিয়ে সার্ভিস করো, যারা গর্তে পড়ে আছে তাদের তুলে ধরো । এমন নয় যে, তোমরাও গর্তে পড়ে গেলে । তোমরা গর্ত থেকে বের হয়ে অন্যদেরও বের করো । বিষয় বৈতরণী নদীতে অপার দুঃখ থাকে । এখন তোমাদের অপার সুখের দুনিয়ায় যেতে হবে । যিনি অপার সুখ প্রদান করেন, তাঁর মহিমার গায়ন হয় । রাবণ, যে দুঃখ দেয়, তার কি মহিমা হবে ? রাবণকে বলা হয় অসুর । বাবা বলেন যে, তোমরা রাবণ রাজ্যে ছিলে, এখন অপার সুখ পাওয়ার জন্য তোমরা এখানে এসেছো । তোমরা কতো অপার সুখ পাও । তোমাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত আবার সাবধানও থাকা উচিত । নম্বরের ক্রমানুসারে তো তোমাদের পজিশন হয় । প্রত্যেক অভিনেতার পজিশন আলাদা । সবার মধ্যে তো ঈশ্বর থাকতে পারে না । বাবা প্রত্যেকটি কথা নিজে বসে বোঝান । তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বাবাকে আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে যাও । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই পাঠের উপর মার্কস দেওয়া হয় । এ হলো অসীম জগতের পাঠ, এতে বাচ্চাদের খুবই মনোযোগ দেওয়া উচিত । একদিনও যেন এই পাঠ বাদ না যায় । আমরা হলাম ছাত্র, গড ফাদার আমাদের পড়ান - বাচ্চাদের এই নেশা থাকা উচিত । ভগবান উবাচঃ - ওরা কেবল নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । ভুল করে ওরা কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ ভেবে নিয়েছে কেননা কৃষ্ণ হলেন ভগবানের সবথেকে কাছের । বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন তাতে এক নম্বর হলেন ইনি । এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছো । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তারা নিজেরও কল্যাণ করে, আর অন্যেরও কল্যাণ করতে থাকে, তাদের সেবা ছাড়া কিছুতেই সুখ আসবে না ।

বাচ্চারা, তোমরা যোগ আর জ্ঞানে দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন এমনভাবে কাজ করবে, যেন জিন । মানুষের দেবতা হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে । মৃত্যুর আগেই তোমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে । তোমাদের অনেক সেবা করতে হবে । এরপরে তো লড়াই লেগে যাবে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) লাস্টে এসেও ফাস্ট (দ্রুত) যাওয়ার জন্য মহাবীর হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে । মায়ার ঝড় দেখে ঘাবড়ে যেও না । বাবার সমান দয়ালু হয়ে মানুষের বুদ্ধির তালা খোলার সেবা করতে হবে ।

২) জ্ঞানের সাগরে রোজ স্নান করে পরীজাদা হতে হবে । একদিনও এই আধ্যাত্মিক পাঠ বাদ দেবে না । আমরা ভগবানের ছাত্র -- এই নেশায় থাকতে হবে ।

বরদানঃ- মন থেকে "আমার বাবা" বলে সত্যিকারের কামাই করে সমর্পিত বা জীবন্মৃত ভব*

ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হওয়া অর্থাৎ সমর্পিত হওয়া । মন থেকে যখন বলো "আমার বাবা" তখন বাবাও বলেন, বাচ্চারা, সবকিছুই তোমাদের । প্রবৃত্তিতেই থাকো অথবা সেন্টারে, মন থেকে যদি কেউ বলে "আমার বাবা", তখন বাবাও আপন করে নেন, এ হলো মনের কামাই, মুখের স্থূল কামাই নয় । সমর্পণ অর্থাৎ শ্রীমতের অন্দরে থাকা । এমন সমর্পিতরাই জীবন্মৃত ব্রাহ্মণ হয় ।

স্লোগানঃ- যদি 'আমার' শব্দের প্রতি প্রেম থাকে তাহলে অনেক 'আমারকে' এক 'আমার বাবার' কাছে বিলীন করে দাও* ।